27

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 MAY 1997
পৃষ্ঠা 8 কলাম 1

ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের নাম প্রকাশ করা হউক

গত ২৭শে এপ্রিল খুলনা হইতে প্রকাশিত দৈনিক পূর্বাঞ্চল-এর সম্পাদকীয়তে শিক্ষামন্ত্রীর তদন্ত রিপোর্টের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সারা দেশে দুই হাজার ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, যাহার কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১৮ হাজার শিক্ষকের নামে গত ৫ বৎসরে বেতনের সরকারী অংশের ২ শত কোটি টাকা লোপাট করা হইয়াছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকারের তালিকাভুক্ত ২০ ভাগ মাদ্রাসা এবং ৭/৮ ভাগ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ডিগ্রি কলেজের কোন অস্তিত্ব নাই। উক্ত রিপোর্টে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেশ ও জাতির জন্য কলংকজনক। আমাদের বিস্ময় লাগে দেশে সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা অধিদপ্তর থাকা সত্ত্বেও কি করিয়া ২ হাজার ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৮ হাজার ভুয়া শিক্ষক থাকিতে পারে? মজার প্রশ্ন হইতেছে, 'ঐসব ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক অস্তিত্বহীন হইলে প্রতিমাসে সরকারী বেতন কোন ঠিকানায়, কাহার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে? যাহা হোক, উক্ত রিপোর্টের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করিবার জন্য উক্ত ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ও শিক্ষকগণের নাম-ঠিকানা জেলাভিত্তিক পত্রিকায় প্রকাশ করিলে আমার মনে হয়, আসল রহস্য বাহির হইয়া আসিবে। এ ব্যাপারে অনতিবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—মোঃ ইলিয়াস, মুজগুন্নী আবাসিক এলাকা, খুলনা